বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ই-মেইল: info@bscic.gov.bd, ওয়েব সাইট: www.bscic.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : চেয়ারম্যান, বিসিক, ঢাকা
সভার তারিখ ও সময় : ১৯ অক্টোবর ২০২০
সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বিসিক, ঢাকা
সভায় উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার কার্যক্রম সঞ্চালনা করেন বিসিক, ঢাকার শেখ আলী আশরাফ। শুরুতেই পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়।

অতঃপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো: খলিলুর রহমান, পরিচালক (উ:স:) ও আহ্বায়ক, শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি, বিসিক, ঢাকা। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বিসিকের শুদ্ধাচার পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং বিসিকের নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিসিকের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে যে কোনো ধরনের অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা জানানোর বিশেষ অনুরোধ জানান। তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান একটি অফিসের আপাতদৃষ্টিতে অনেক ছোট ছোট বিষয়ও যেটা আমরা সহজে এড়িয়ে যাই বা গুরুত্ব দেই না, সেটাও কিভাবে সুশাসনের অংশ হতে পারে। তিনি আরো বলেন আমরা নিয়মিত অফিসে হাজির হইনা বা হাজির হওয়ার প্রবণতা কম হওয়ার জন্যই হাজিরা খাতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমরা আমাদের দায়িত্বগুলো পালন করলে জনগণ দ্রুত সেবা পেত। আমরা নিজেরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করিনা বা সচেতন না হওয়ার জন্যই সিটিজেন চার্টারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি আরো জানান, ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে আত্ম-সম্মানবোধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। উদাহরণ হিসাবে তিনি জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমের কথা বলেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে অন্যের গাছের আম মানুষের হাতের নাগালে বা অরক্ষিত থাকলেও সেটা কেউ চুরি করেনা। কারণ এটা ঐ এলাকার মানুষের চোখে খুব ঘৃণিত কাজ। তাই এই কাজ কেউ করেনা। তেমনিভাবে অফিসের অনিয়মকেও ঘৃণার চোখে দেখা হলে অনিয়ম অনেকাংশে কমে যেত। অফিসে নিয়মিত উপস্থিত না হওয়া এক ধরণের ঘৃণিত অপরাধ।

কাজী শাহীনূর আলম, উপব্যবস্থাপক(ভা:), শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা ও শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট, বিসিক বিসিকের পরিচিতি ও কর্মকান্ড, শিল্পনগরী দপ্তর থেকে প্রদেয় সেবা, শিল্পনীতি-২০১৬ এর অনুশাসন, প্লট বরাদ্দ নীতিমালা-২০১০ এর অনুশাসন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন।

জনাব নজীর আহমেদ ভুঁইয়া, সভাপিত, বিসিক শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন বলেন বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেছিলেন শোষণ ও দূর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে। তাই, শোষণ ও দূর্নীতি মুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে সততার সাথে একযোগে কাজ করতে হবে।

জনাব নারায়ণচন্দ্র দে, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচার্স এন্ড এক্সপোর্ট এ্যাসোসিয়েশন, জানান বিসিকের বর্তমান চেয়ারম্যান দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিসিকের সকল স্তরে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন বর্তমান চেয়ারম্যান অনেক ডায়নামিক। তিনি যোগদানের পর থেকেই বিসিককে এগিয়ে নেয়ার জন্য অনেক বড় বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিসিকের বর্তমান চেয়ারম্যানের কাজের গতিশীলতা ধরে রাখলে বিসিক খুব দ্রুত অনেক এগিয়ে যাবে।

জনাব হোসাইন ই সিকদার, মালিক সমিতির সভাপতি, কেরানীগঞ্জ কোভিড-১৯ এর মহামারী সময়কালীন ০৩ মাসের জন্য সার্ভিস চার্জ স্থগিত করায় বিসিক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া তিনি বিসিক কেরানীগঞ্জের রাস্তাঘাট নির্মাণ কাজ মানসম্মত নয় মর্মে তদারকি বাড়ানোর জন্য এবং কেমিক্যাল শিল্প পার্কের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য বিসিককে অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি নারীদের জন্য আলাদা শিল্পনগরী স্থাপন করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে বিসিকসহ সরকারকে অনুরোধ করেন।

নাসিবের সভাপতি প্রকৃত শুদ্ধাচার ও এর সুফল যাতে দেশের মানুষ পায় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান এতে বিসিককে নাসিবের পক্ষ থেকে সকল ধরণের সহযোগিতা করা হবে।

মালিক সমিতির সভাপতি জনাব মহিউদ্দিন শেখ বলেন, কোভিড-১৯ এর মহামারীতে প্রধানমন্ত্রী প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছেন। এই প্রণোদনার অর্থ যেন সবার মাঝে ন্যায্য ভাবে বন্টন হয় সেই জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। এছাড়া কোভিড-১৯ এর সময় যেন বিসিক সার্ভিস চার্জের হার কমানোর কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন বিসিক বা সিটি করপোরেশন কেউ সার্ভিস দেয়না, তথাপি তাদের সার্ভিস চার্জ আদায় করে। যার ন্যায়সংগত সমাধান প্রয়োজন। এছাড়া SRO অনুমোদনের গুরুত্বারোপ করেন।

কে এম হোসাইন ইকবাল বলেন বর্তমান বিশ্ব খুবই গতিশীল। বিশ্বের অন্য দেশ যে কম মূল্যে পণ্য ও সেবা দিতে পারে আমাদের দক্ষতা ও প্রযুক্তি সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমরা সেই কম মূল্যে পণ্য ও সেবা দিতে পারিনা। সেই জন্য আমাদের আরো বেশি দক্ষ ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হতে হবে, তাছাড়া আমরা পিছিয়ে যাবো। বিসিকের দূর্বল কাঠামোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ফ্যাক্টরি ও গোডাউন আলাদা করা ও মাইক্রো শিল্প ধলেশ্বরী নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

BIMM এর সভাপতি জনাব মোশাররফ হোসাইন ভুঁইয়া বিসিকের বর্তমান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিসিক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

বিসিক বিপণন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব অখিল রঞ্জন তরফদার বলেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে মানবিক উন্নয়ন সূচকের সম্পর্ককে দেখিয়েছেন। তাই বিসিকে উন্নয়নের জন্য আমাদের সবার মানবিক উন্নয়ন জরুরি। তিনি বলেন নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত বিসিকের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বিসিকের একটা আমূল পরিবর্তন আনবেন। তিনি আরো জানান দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য Micro, Small শিল্পখাতের উপর গুরুত্বারোপ করা খুবই জরুরি।

বিসিকের সচিব বলেন বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বিসিকের জন্য একটা মাইলফলক। তিনি জানান বিসিকে এখন নিয়োগ, বদলী বাণিজ্যে দুর্নীতি শূন্যের কোঠায়।

অতঃপর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার পান জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, পরিচালক (উঃ ও সঃ), বিসিক, ঢাকা (১ম-১০ম গ্রেডের জন্য) ও জনাব সুরঞ্জিত কুমার কুন্ডু, হিসাবরক্ষক তথা কোষাধ্যক্ষ, শিসকে, বিসিক, ঢাকা (১১-২০ তম গ্রেডের জন্য)।

বিসিক চেয়ারম্যান ও সভার সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সভায় উপস্থিত সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান বিসিক শুদ্ধাচারী প্রতিষ্ঠান হতে চলেছে। বিসিকে এখন কেউ দূর্নীতি করলে পার পাওয়া যাবেনা। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিসিক জিরো টলারেন্স এবং জিহাদ ঘোষণা করেন। দুর্নীতিবাজ অনেককে শাস্তি দিয়েছেন, যারা করবেন তাদেরকেও শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে জানান। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিকে তিনি কখনো দুর্নীতি সহ্য করবেন না। তিনি জানান বিসিক এখন দ্রুত এগিয়ে চলছে। বিসিক অনেক মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বিসিক ৩০০ একরের শিল্প পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এমনকি পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া গেলে ৫০০ একরের শিল্প পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। তিনি নিজেকে একজন Worker ভেবে কাজ করেন। তাই, সবাইকে

বিসিকের স্বার্থে, নিজদের স্বার্থে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান বিসিক সর্বদা দেশের শিল্প কারখানার মালিকদের নিয়ে চিন্তা করেন, তাদের সুবিধার কথা চিন্তা করেন। তাই, কোভিড-১৯ কালীন উদ্যোক্তারা বলার আগেই উদ্যোক্তাদের স্বার্থে ০৩ মাসের জন্য সার্ভিস চার্জ স্থগিত করে দিয়েছেন। তিনি জানান, দ্বৈত কর নিয়ে তৈরি সমস্যা নিরসনে আঞ্চলিক পরিচালকগণকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি জানান সার্ভিস চার্জ আসলে কোন চার্জই না। এটা খুবই কম। আর এই চার্জ থেকে আদায়ের টাকা দিয়ে বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তাঘাট, ড্রেন নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আংশিক খরচ মিটে মাত্র।

বিসিক চেয়ারম্যান আরো জানান, বিসিকের নেয়া বর্তমান মহাপরিকল্পনার মাত্র ১৫ টিও যদি বাস্তবায়িত হয় তবে সেখানে বিসিকের ৫০ কোটি টাকা আয় হবে, দেশে কর্মসংস্থান হবে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের। বিসিকের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি নতুন Organogram করা হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এই Organogram অনুমোদন হলে বিসিকে কর্মরতদের আর প্রমোশন নিয়ে চিন্তা করতে হবেনা।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সভাপতি সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

১২/৮০/ ২০২১

মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি
চেয়ারম্যান, বিসিক
ও
সভাপতি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.bscic.gov.bd ই-মেইল: info@bscic.gov.bd

'প্রতিশ্রুত সেবাপ্রদান বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ' শীর্ষক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ মোশ্তাক হাসান এনডিসি, চেয়ারম্যান, বিসিক।

সভার তারিখ : ৩০.১১.২০২০

সভার সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা

সভার স্থান : বিসিক সম্মেলন কক্ষ

সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

বিসিক চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে গত ৩০.১১.২০২০ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ''সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ' শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিসিকের পরিচালকবৃন্দ, বিসিক সচিব, বিশেষ অতিথি হিসেবে সভাপতি, নাসিব, কেন্দ্রিয় কমিটি, বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তা ও সেবা গ্রহিতাগণ এবং বিসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' দ্রস্টব্য।

সভাপতির অনুমতিক্রমে বিসিক সচিব মোঃ মফিদুল ইসলাম সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বিসিক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুত সেবা (নাগরিক সেবা) সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী যতোদিনের মধ্যে প্রদান করতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে আরো আগে সেবা প্রদানের জন্য বিসিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আহ্বান জানান। এরপর তিনি সেবাগ্রহীতাদেরকে তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদানের অনুরোধ করেন।

১। বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে থেকে ফ্যাশন হাউজ নকশানন্দনের সত্ত্বাধিকারী ইশরাত বিনতে মালেক, ফ্যাশন হাউজ ত্রিরংয়ের সত্ত্বাধিকারী গোলাম রব্বানি টিপুল, বিসিক থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা ও ইফ ফ্যাশনের সত্ত্বাধিকারী ইব্রাহীম খলিল, হাসিনা আফরোজ সুইটি, সত্ত্বাধিকারী, সী ফ্যাশন, ফাতেমা ইসলাম লতা, সত্ত্বাধিকারী বৌঠান, মোঃ মাহবুবুল আলম (দুলাল), নির্বাহী পরিচালক, ভজন অ্যাপারেল লিঃ, নতুন উদ্যোক্তা মাহরুফুল ইসলামসহ প্রমুখ।

২। সভায় বক্তাগণ অনলাইন ভিত্তিক সেবা প্রদানের প্রতি গুরত্বারোপ করেন। মেলায় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণে গ্রহণের আবেদন যেন ঘরে বসে অনলাইনে করা যায় সে ব্যপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য বিসিক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান সেবা প্রত্যাশীগণ। এছাড়া বিসিক শিল্পনগরীসমূহে দ্বৈত কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান বিসিক থেকে সেবাগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ। বিসিক নকশাকেন্দ্রে অ্যাম্বরডারি শিল্পের উপর নতুন একটি ট্রেড খোলার আহ্বান জানান তারা।

৩। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নাসিব কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব মির্জা নূরুল গণী শোভন বলেন, হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদান করার জন্য বিসিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আহ্বান জানান।

৪। সভাপতির বক্তব্যে বিসিক চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসান, এনডিসি বলেন, উদ্যোক্তাদেরকে হয়রানিমুক্ত ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে।ইতোমধ্যে বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস

আইনে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিক্রয়ের জন্য বিসিক নিজস্ব অনলাইন মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানান বিসিক চেয়ারম্যান।

৫। উক্ত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিসিক ঔষধ শিল্প পার্কের প্রকল্প পরিচালক মোঃ শহিদুল ইসলাম, সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক সরোয়ার হোসেন, প্রকল্প বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান পাটোয়ারী, শিল্পনগরী শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী নাসরিন রহিম, নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ) মোঃ এমদাদুল হক, প্রধান প্রকৌশলী, মোঃ আবদুল খালেকসহ প্রমুখ।

সিদ্ধান্তসমূহ:

১। সেবাগ্রহিতা ও উদ্যোক্তাদেরকে হয়রানিমুক্ত ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ
২। অনলাইন ভিত্তিক সেবা প্রদানের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ
৩। বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেবা দ্রুত চালুকরণ
৪। দ্রুত অনলাইন মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ
৫। বিসিক শিল্পনগরীসমূহে দ্বৈত কর প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ

22/12/2020
(মোঃ মোশ্‌তাক হাসান এনডিসি)
চেয়ারম্যান, বিসিক।

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১। অতিরিক্ত সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (সকল), বিসিক, ঢাকা।
৩। সচিব, বিসিক, ঢাকা।
৪। অধ্যক্ষ, স্কিটি, বিসিক, উত্তরা, ঢাকা।
৫। মহাব্যবস্থাপক (সকল), বিসিক, ঢাকা।
৬। আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।
৭। নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বিসিক, ঢাকা।
৮। সভাপতি/সেক্রেটারি, নাসিব/বাংলাদেশ বিসিক শিল্প মালিক সমিতি/বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি/বাংলাদেশ এগ্রো প্রোসেসিং এসোসিয়েশন/বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার এন্ড কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ/বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি/বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইচ ম্যানুফ্যাকচার্স এসোসিয়েশন/বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচার্স এন্ড এক্সপোর্টস এসোসিয়েশন/বাংলাদেশ ট্যানারী এসোসিয়েশন/বিএফএলএলএফইএ/শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, বিসিক, ঢাকা।

অনুলিপি:
১। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিসিক, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের অবগতির জন্য)।